সংবাদ

তারিখ ... 30 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... 2 ...

প্রশ্নপত্র ফাঁস, জাতি কি ভালো কিছু পাচ্ছে?

মো. শরীফুর রহমান আদিল

প্রশ্নপত্র ফাঁস বর্তমান বাংলাদেশের সাধারণ ও নিত্যনৈমিত্তিক এক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। চাকরির পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থেকে শুরু হয়ে কোমলমতি শিশুদের ক্ষেত্রেও এটি যেন একটি সাধারণ ও অনিবার্য ঘটনা হয়ে গেছে। সম্প্রতি মেডিকেল ও ডেন্টাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের মধ্য দিয়ে ব্যাপারটি আবারও সবার নজরে আসে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এভাবে ঢালাওভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে রাষ্ট্র আমাদের কি উপহার দিচ্ছে? সরকার ইতোমধ্যে ভিশন-২০২১ ও ভিশন-২০৪১ ঘোষণা করেছে। আর এ লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে অবশ্যই মেধাবীদের স্বচ্ছভাবে নিয়োগ দিতে হবে। আগামী দিনে বাংলাদেশকে ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত আর উন্নত বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশকে অবশ্যই সব ক্ষেত্রে প্রকৃত মেধাবীদের নিয়োগ দিয়ে এর কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। অন্যথায় সরকারের নেয়া সব ভিশন- মিশন ভেস্তে যেতে পারে। এক সময় আমাদের দেশ থেকে ডাক্তারি বিষয়ে পড়াশোনা করতে বিদেশে যেত কিন্তু দেশে এ বিষয়ে পড়ালেখার সুযোগ উন্মুক্ত হওয়ায় বিদেশ গিয়ে পড়াশোনার প্রবণতা অনেকাংশে কমে আসছে। কিন্তু যদি এ ধরনের অশুভ কার্যক্রম চলতেই থাকে তবে বিদেশ যাত্রার হার আবারও বাড়বে এবং দেশে এ বিষয়ে পাঠদান ও চিকিৎসা আবারও হুমকির মধ্যে পড়বে। এভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস আর সেই প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা নেয়া হলে সামনে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার প্রতি মনোযোগ কমে তারা এর ওপর নির্ভর করে থাকবে আবার চাকরির ক্ষেত্রে এর মাধ্যমে মেধাবীদের অবমূল্যায়ন করা হবে। অনেকে আবার এ ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে হবু উত্তীর্ণ ডাক্তার এবং তাদের চিকিৎসা নিয়ে সংশয় জানিয়ে আসছেন। ফলে সাম্প্রতিক সময়ে ডাক্তারদের আচরণ ও ভুল চিকিৎসার ফলে অনেক রোগীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। জানি না তাদের ক্ষেত্রেও এ ধরনের কোন কিছুর অভিযোগ ছিল কিনা?

গতবছর দেখা গেল পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পরে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও প্রাবন্ধিক শহীদ মিনারের সামনে অবস্থান নিয়ে এর প্রতিবাদ জানাচ্ছেন আর শিক্ষামন্ত্রী ও বোর্ড চেয়ারম্যান বললেন ফাঁস হওয়া প্রশ্নগুলো 'সাজেশন্স'! কর্তৃপক্ষের এমন বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের মনে হয় আরও সুবিধা হলো অর্থাৎ তারা মন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রশ্ন ফাঁসের আরও এক অভিনব পদ্ধতি রপ্ত করতে পারলেন এ হিসেবে তারা শিক্ষামন্ত্রী আর বোর্ড চেয়ারম্যানের কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকবেন মনে হয়। কারণ এভাবে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার পরও মন্ত্রীর পরের উক্তি- 'পরীক্ষা স্বচ্ছতার মধ্যে হয়েছে' মন্তব্য দিয়ে- তাদের সাহস আর মনোবল আরও কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ফলে পরের কয়েকটি চাকরির পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে তবে তা 'সাজেশন্স' আকারে। অর্থাৎ মূল প্রশ্নপত্র ১০০টি হলেও সেখানে মূল প্রশ্নসহ দেয়া হয়েছে ৪০০-৫০০টি। এটি এজন্যই করা হয়েছে যাতে করে বিষয়টি ধরা পড়লে সাজেশন্স বলে দায় এড়ানো যায়!

এক সময়ে নকল করাকে চুরি হিসেবে গণ্য করে এর বিরুদ্ধে প্রবল জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি সরকারকেও কঠোর পদক্ষেপ নিতে দেখেছি। কিন্তু আজ বাংলাদেশের পরীক্ষার হলগুলো বলা চলে নকলমুক্ত কিন্তু প্রশ্ন ফাঁস মুক্ত নয়। নকলকে চোরের সঙ্গে তুলনা করলে প্রশ্ন ফাঁসকে ডাকাতের সঙ্গে তুলনা করতে হবে কেননা এটি নকলের আধুনিক ও সবচাইতে কার্যকার সংস্করণ। এ সংস্করণের মধ্য দিয়ে যে কোনো পরীক্ষার্থীই তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবে। কেননা আগে নকল নিলে তা পরীক্ষায় আসত কিনা তার কোন নিশ্চয়তা থাকত না কিন্তু এখনকার নকল হলো পুরোপুরি আসল প্রশ্ন! শিক্ষাবিদদের মতে, প্রতিবছর পাবলিক পরীক্ষায় ঢালাওভাবে প্রশ্ন ফাঁস না হলে পরীক্ষায় পাসের হার আরও কমত। কিন্তু সরকার পাসের হার বেশি করে দেখানোর প্রবণতা থেকে প্রশ্ন ফাঁসকারীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেনি বরং আরও নব নব কৌশল অবলম্বনে পরোক্ষভাবে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছে। আর তার প্রমাণ এবারের মেডিকেল ও ডেন্টাল পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা। মেডিকেল ও ডেন্টাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হলো এবং এটি ১৫ টাকা থেকে ১৫ লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফলে যাদের টাকা ছিল তারা প্রথমেই ১০-১৫ লাখ টাকা দিয়ে প্রশ্নপত্র কিনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পরীক্ষায় পেয়েছে সর্বোচ্চ নাম্বার!

সরকার বলে আসছে কোন প্রশ্ন ফাঁস হয়নি। কিন্তু যারা প্রশ্নপত্র পেয়েছে তারা নিজেদের ফেসবুক টাইম লাইনে চাল পাওয়ার আনন্দ আর প্রশ্নপত্র সরবরাহকারীদের তথা ফাঁসকারীদের ধন্যবাদ দিয়েছে। এতে করে কি প্রমাণিত হয় না যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে? আবার তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেই যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি তবে প্রশ্ন হচ্ছে এসব ঘটনার দায়ে যে কয়জনকে আটক করা হয়েছে তাদের পরে ছেড়ে দেয়া হলো না কেন? কেনই বা পরে রংপুর থেকে চিকিৎসকসহ আরও ৩ জনকে আটক করা হলো? যদি প্রশ্নপত্র ফাঁসই না হয় তবে এদের গ্রেফতারের রহস্য কি? তবে আশার কথা হলো সরকার এ বিষয়ে ৪ জনের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। সেখানে যদি প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ প্রমাণিত হয় তবে এ পরীক্ষা কি বাদ দিয়ে পুনরায় পরীক্ষায় নিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন থামানোর ব্যবস্থা করবে? সেখানে কি দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থার সুপারিশ করা হবে? আবার কৌতূহলী মনে প্রশ্ন জাগে সরকারের এ কমিটি লোক দেখানো নয় তো? সন্দেহের তীর যদি সত্যি থেকে থাকে তবে কেন ফল প্রকাশ করা হলো? আর ফল প্রকাশিত হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের সন্দেহের তীর আরও ভারি হতে হলো পরীক্ষার আগের দিন থেকে। প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ যখন পাওয়া যায় তখন কেন কর্তৃপক্ষ পরীক্ষাটি স্থগিত করল না? শিক্ষার্থীদের অভিযোগ আরও চাঙ্গা হয় যখন ফল প্রকাশের পর জানা যায় যে ২ হাজার জন ৮০ মার্ক পেয়েছে যা গতবারের সর্বোচ্চ নাম্বার! তাদের ধারণা, প্রশ্ন ফাঁস ছাড়া একসঙ্গে এতজন এত বেশি নাম্বার পেতে পারে না। এবারের মেডিকেল ও ডেন্টাল পরীক্ষায় মোট ৮৪ হাজার পরীক্ষার্থী সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের ১১ হাজার আসনের বিপরীতে উত্তীর্ণ হয়েছে ৪৮ হাজার তার মধ্যে সর্বোচ্চ নাম্বার ১৮৮.৭৬ আর সর্বনিম্ন নাম্বার হলো ১৭৬! এই ফলই কোন না কোনভাবে শিক্ষার্থীদের করা অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য মনে হয় যথেষ্ট।

তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়ার পরে যদি প্রমাণিত হতো যে প্রশ্ন ফাঁস হয়নি তখন কি এই রেজাল্ট দেয়া যেত না? কেন বারবার বিজি প্রেস থেকে প্রশ্নপত্র ছাপানো হচ্ছে? কেননা, এর আগেও এ কারখানা থেকে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে কয়েকজন কর্মচারীকে অভিযুক্ত করা হয়েছে কিন্তু তদন্ত কমিটির রিপোর্টের সুপারিশ কখনও কি বাস্তবায়ন করা হয়েছে? অন্যদিকে, চাকরির প্রশ্ন ফাঁসের কারণে দেখা গেছে যে, যে প্রতিযোগী প্রশ্ন বোঝার ক্ষমতা নেই কিন্তু প্রশ্ন ফাঁসের কল্যাণে সে ডিকশনারি খুলে অথবা বড় ভাইদের কাছ থেকে বুঝে সেই উত্তর দিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ফলে নিয়োগ পাওয়া সেই প্রতিযোগী দ্বারা দেশ কি ধরনের উন্নতি সাধন করবে তা সহজেই অনুমেয়।

সবচেয়ে আশঙ্কার জায়গাটা হলো কোমলমতি শিশুদের পরীক্ষা। পিএসসি ও জেএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা। এর মধ্য দিয়ে তাদের কি শিক্ষা দিচ্ছি আমরা? এতে করে তারা কি আগামীতে এর পেছনে ছুটবে না অথবা কি করে বা কি উপায়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস করানো যায় সেদিকে ছুটবে না? প্রশ্নপত্র ফাঁসের মধ্য দিয়ে আমরা কি মেধাবীদের সৃজনী শক্তিকে ধ্বংস করে দিচ্ছি না? এর ফলে আমরা কি তাদের পড়ালেখামুখী না করে বরং এক ধরনের অশুভ কাজের পেছনে লিপ্ত করে দিচ্ছি না? এতে করে আমরা কি তাদের অনৈতিক পথের দিকে ধাবিত করছি না? যেখানে নৈতিকতার হাহাকার সেখানে আমরা শিশুদের নৈতিকতার পথ শিক্ষা না দিয়ে অনৈতিক হওয়ার পথ চেনাচ্ছি কেন? এভাবে প্রশ্ন ফাঁসের ফলে দেশের শিক্ষার্থীদের ক্লাসবিমুখ করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে যেমনিভাবে ধ্বংস হচ্ছে ঠিক তেমনি আবার শিক্ষকদের মান ও অন্যান্য সুবিধা কমানোর জন্য সুযোগ পাচ্ছে সরকার। কেননা, দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষার্থীরা ক্লাসে না গিয়ে এবং শিক্ষকের সাহচর্য না পেয়েও সেসব শিক্ষার্থীরা এ+ পাচ্ছে এবং পাসের হার দিন দিন জ্যামিতিক হারে বাড়ছে সুতরাং সরকার শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বাড়াবে কেন? ফলে শিক্ষকদের রাস্তায় নেমে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করতে হয় আর সহ্য করতে হয় পুলিশের পিপার স্প্রে, বুটের লাথি আর জল কামানের মতো কষ্টদায়ক শাস্তি আর কখনও বা জেলখানায় থাকতে হয় কয়েক বছর কিংবা মাস। জেএসসি, এসএসসি আর এইচএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ফলে অনেকে অংকে ও ইংরেজিতে এ+ সহ গোল্ডেন এ+ পেয়েছে কিন্তু এসব এ+ পাওয়া শিক্ষার্থীদের অনেকে গোল্ডেন শব্দটিও বানান করতে পারে না! এটি অবশ্যই জাতীয় শিক্ষা ও বুদ্ধির জগতকে ধ্বংসের প্রথম নিদর্শন বলা যেতে পারে। বলা হচ্ছে গত দুই বছর এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস না হলে এসএসসি পরীক্ষার পাসের হার হতো ২৫-৩০%! আবার এসব শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা চাকরির প্রশ্নপত্র পেয়ে পরীক্ষা দেবে এবং নিয়োগ পেলে দেশের কি অবস্থা হবে তা এখন ভাবার সময় এসেছে।

উপরোক্ত বিষয়ে জনমনে বেশ উদ্বেগের সঙ্গেই প্রশ্নের অবতারণা হয়। এ ধরনের প্রশ্ন ফাঁসের সংস্কৃতি থেকে জাতি মুক্তি পাবে কবে না কি এটি একটি সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়াবে? প্রশ্ন ফাঁস না করে সবাই তাদের নিজের জ্ঞান দক্ষতা দিয়ে পরীক্ষার হলে পরীক্ষা দেবে এবং সবাই তার নিজ যোগ্যতা দিয়ে স্ব স্ব অবস্থানে যাবে এবং দেশকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাবে, প্রত্যাশা পুরো দেশবাসীর সব নাগরিকের একই সঙ্গে আগামীতে আর যেন কোন প্রশ্ন ফাঁস না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে কঠোর আইন করে অথবা, বিদ্যমান আইনের প্রয়োগ করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করলে ও বিজি প্রেস থেকে প্রশ্নপত্র না ছাপিয়ে অন্য কোন প্রেস থেকে ছাপিয়ে এবং ডিজিটালভাবে তা বণ্টনের ব্যবস্থা করলে এ ধরনের অশুভ প্রতিযোগিতার দৌড় অনেকাংশে কমে আসবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

[লেখক : প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, ...
সাউথ-ইস্ট ডিগ্রি কলে...
adil_jnu@yahoo.c...